সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৮

স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৮

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৫৫—১৯৩২

স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫০
পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—৩।২।১৯৪৪



জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা।*

সেকালে অন্তঃপুরিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা না থাকিলেও ঠাকুর-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। শৈশবে ও বাল্যে যে আবেষ্টনীর মধ্যে স্বর্ণকুমারী প্রতিপালিতা হন, তাহা তিনি একটি প্রবন্ধে নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

কলিকাতার সাধারণ সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানি না, কিন্তু সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সেকাল অর্থে এ স্থলে আমি শুধু আমার শৈশব কাল গণ্য করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্য্যন্ত এ সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি।···

যখন আমার মাতৃদেবী [সারদাসুন্দরী] পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্যা পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই জানিতেন।··

---

* দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যা :—(১) দ্বিজেন্দ্রনাথ, (২) সত্যেন্দ্রনাথ, (৩) হেমেন্দ্রনাথ, (৪) বীরেন্দ্রনাথ, (৫) সৌদামিনী, (৬) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, (৭) সুকুমারী, (৮) পুণ্যেন্দ্রনাথ, (৯) শরৎকুমারী, (১০) স্বর্ণকুমারী, (১১) বর্ণকুমারী, (১২) সোমেন্দ্র, (১৩) রবীন্দ্রনাথ, (১৪) বুধেন্দ্র।

আহার বিরাম পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই,...

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের "তত্ত্ববিদ্যা"র সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম

সবগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী-ভরা পুতুল, খেলেনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।…

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক্ বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে পরিমাণ সমাজসংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম্মসংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইঁহার দ্বারাই যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কত দূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি।··

বেথুনস্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই একটি মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু কন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতি দিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশে, এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া,

সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকালপ্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন ; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশব বাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন।...

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজদাদা মহাশয় [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা—১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিত। প্রথমোক্ত সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়, এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৎসরান্তে, কিম্বা তাহারও পরে, ধর্ম্মের জন্য নহে—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।—"আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা। ও তাহার সংস্কার।" 'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৬।

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।...আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা। (পৃ. ১১৯)

বিবাহ

১৭ নবেম্বর ১৮৬৭ তারিখে ১৩ বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সহিত স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। ১৭৮৯ শকের পৌষ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ব্রাহ্ম-বিবাহ। গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভ কার্য্য আরম্ভ হইল।

সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদানভূমিতে বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে পাত্র সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

জামাতৃবরণ

সম্প্রদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন,...

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন।...

অনন্তর অর্ঘ্যাদির দ্বারা পাত্রকে অর্চ্চনা করিলেন।...

অনন্তর স্ত্রী-আচার হইল। তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে তাদৃশ আসনান্তরে কন্যা বেদীর অভিমুখীন হইয়া উপবেশিত হইলেন। অনন্তর আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী ব্রহ্মোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্প্রদান :

পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।...

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ, বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শাণ্ডিল্য

গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং (প্রথম বাৎস্য গোত্রস্য অবধি এই পর্য্যন্ত বার ত্রয় বলিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।...

সম্প্রদাতা কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিলেন,...।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি। এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।...

পাণিগ্রহণ।

অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভর্ত্তা আপন অঞ্জলিব অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ কবিয়া পাঠ করিলেন।...

তৎপরে বধূ স্বামিগোত্রে আপনাব নাম উল্লেখ কবিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন। যথা—বাৎস্য গোত্রা শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে।

ভর্ত্তা—ওঁ আয়ুষ্মতী ভব। এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।

তৎপরে ভর্ত্তাব আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্ত্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথসকল অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধন ও সুখ-বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠো

গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে, অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাকে সাংসারিক শুভকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পবিত্র রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর দম্পতী কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন, তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথা—করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপদী গমন।

অনন্তর সম্প্রদানস্থান হইতে বাসগৃহগমনের পথে সাতখানি আসন প্রদত্ত হইলে বধূ ক্রমান্বয়ে তাহাতে পদ নিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্ত পদে ক্রমান্বয়ে সাতটি উপদেশ দিলেন ;···

অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পৌষ ১৭৮৯, পৃ. ১৭৭-১৮০।

বিবাহের পর স্বর্ণকুমারী সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাইয়ে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই লইয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম।—'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ৩১৯।

সাহিত্য-সেবা

স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-সেবা ও সঙ্গীতচর্চ্চায় উদারহৃদয় স্বামীর উৎসাহ উদ্দীপনা হইতে যেমন বঞ্চিত হন নাই, তেমনই সাহিত্যানুরাগী ভ্রাতৃগণের

নিকট হইতেও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

> জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্যচর্চায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।… এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম।… সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। (পৃ. ১৫১, ১৫৫-৫৬)

'ভারতী'-সম্পাদন

১২৮৪ সালের (ইং ১৮৭৭) বৈশাখ মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্প-অনুযায়ী 'ভারতী' প্রথম বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ —এই তিন জনও সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে ছিলেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর বহু রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাত বৎসর সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালনের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর

স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদকীয় আসন অলঙ্কৃত করেন।*
সম্পাদন-ভার গ্রহণকালে তিনি লেখেন :—

> ভূমিকা।...আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্ত্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।...আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দর রূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্য্য বশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি।...বৈশাখ ১২৯১।

১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত অতীব কৃতিত্বের সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিবার পর স্বর্ণকুমারী স্বীয় কন্যাদ্বয়—হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর উপর 'ভারতী' পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। ১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'র গোড়ায় এই অংশটি ছাপা হইয়াছে :—

* কেহ কেহ বলেন, বঙ্গমহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই সর্ব্বপ্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা পরিচালন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সম্মান থাকমণি দেবীরই প্রাপ্য; তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'অনাথিনী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ('শনিবারের চিঠি', কার্ত্তিক ১৩৫০, পৃ. ১৯-২০ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু মহিলা-পরিচালিত সংবাদপত্র ইহারও পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা খিদিরপুর-নিবাসিনী এক বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা' ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৫০, পৃ. ১৬০; পৌষ ১৩৫০, পৃ. ২৪৪ দ্রষ্টব্য)।

অবসর গ্রহণ।—এতদিন আমি আমার সাধ্যমতে ভারতীর সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে শরীর অসুস্থ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভার সমর্পণ করিয়া বর্ত্তমান বৎসর হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিলাম। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

১৩১৫ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণকুমারী পুনরায় 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে জানকীনাথের পরলোক-গমনে তিনি স্বামিশোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

'ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর অসংখ্য রচনা—প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, নাটক-নাটিকা, কবিতা-গান প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল রচনার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও এখনও অনেকগুলি সংগৃহীত হয় নাই। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

গ্রন্থাবলী

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায় ৬০ বৎসর মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

১। **দীপ-নির্ব্বাণ।** (উপন্যাস) ১২৮৩ সাল। [ইং ১৮৭৬] পৃ. ৩২১।

২। **বসন্ত-উৎসব।** (গীতিনাট্য) ১৮০১ শক। [৪ নবেম্বর ১৮৭৯] পৃ. ৪০।

৩। **ছিন্নমুকুল।** (উপন্যাস) [৪ নবেম্বর ১৮৭৯] পৃ. ২৩৮।

১৮০১ শকে ইহা 'ভারতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণে (ইং ১৯০০, পৌষ) "ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ একবারে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।"

৪। **মালতী।** (উপন্যাস) ১২৮৬ সাল। পৃ. ৪৪।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' (পৃ. ১০৬, আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই) নামে প্রকাশিত হয়। "মালতী" ছাড়া ইহাতে জীবন অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি ও অমরগুচ্ছ—এই গল্পগুলি স্থান পাইয়াছে।

৫। **গাথা।** ১২৮৭ সাল। পৃ. ৯৫।

৬। **পৃথিবী।** (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) আশ্বিন ১২৮৯। পৃ. ১৮৪।

৭। **মিবাররাজ।** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক। পৃ. ৮০।

৮। **হুগলীর ইমামবাড়ী।** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) পৌষ ১২৯৪। পৃ. ২৫৬।

৯। **স্নেহলতা।** (উপন্যাস)

১ম খণ্ড। ১১ মাঘ ১২৯৬। পৃ. ২০৪+৭ পরিশিষ্ট।

২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১২৯৯। ইং ১৮৯৩। পৃ. ১৮২।

১০। **বিদ্রোহ।** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭। পৃ. ২৮২।

১১। **বিবাহ উৎসব।** (নাটক) [১৩ মে ১৮৯২] পৃ. ২৩।

১২। **নবকাহিনী** বা ছোট ছোট গল্প। [১৭ আগস্ট ১৮৯২] পৃ. ১২৮।

ইহাতে এই কয়টি গল্প আছে :—কুমার ভীমসিংহ ; ক্ষত্রিয় রমণী ; ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি ; সন্ন্যাসিনী ; প্রতিশোধ ; যমুনা ; কেন ? ; আমার জীবন ; লজ্জাবতী ; গহনা।

'নবকাহিনী' ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। অনেকে ভুলক্রমে ইহার প্রথম প্রকাশকাল "১২৮৩ সাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণের পুস্তকে প্রকাশকাল দেওয়া নাই, আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে প্রকাশকাল উদ্ধৃত করিয়াছি।

১৩। **কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা**। ইং ১৯০১, জ্যৈষ্ঠ। পৃ. ৮১।

১৪। **ফুলের মালা**। (উপন্যাস) [ইং ১৮৯৪]

ইহা প্রথমে ভাদ্র ১২৯৯—পৌষ ১৩০০ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৫। **কবিতা ও গান**। কার্ত্তিক ১৩০২। পৃ. ২৪০।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ:—"কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই চারটি আমার বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, কেবল 'বসন্ত উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।"

১৬। **কাহাকে ?**। (উপন্যাস) জুলাই ১৮৯৮। পৃ. ১২১।

১৭। **দেবকৌতুক**। (কাব্যনাট্য) ১৩১২ সাল। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬] পৃ. ৯৬।

১৮। **কনে-বদল**। (প্রহসন) বৈশাখ ১৩১৩। পৃ. ৫৮।

১৯। **পাকচক্র**। (প্রহসন) [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১] পৃ. ৭০+স্বরলিপি ১৮।

২০। **রাজকন্যা**। (নাট্যোপন্যাস) [১৭ এপ্রিল ১৯১৩] পৃ. ৮২।

২১। **নিবেদিতা**। (নাটক) [৩ এপ্রিল ১৯১৭] পৃ. ৬০।

২২। **যুগান্ত কাব্যনাট্য**। [২০ জানুয়ারি ১৯১৮] পৃ. ৩৬।

২৩। **বিচিত্রা**। (উপন্যাস) ১ বৈশাখ ১৩২৭। পৃ. ১৫৭।

২৪। **স্বপ্নবাণী**। (উপন্যাস) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮। পৃ. ১৭২।

ইহা "বিচিত্রার পরিসমাপ্তি।"

২৫। **মিলন-রাত্রি**। (উপন্যাস) জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২। পৃ. ২৮৫।

২৬। **দিব্য-কমল।** (নাটক) [ইং ১৯৩০] পৃ. ১৬৩।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই। ইহা ১৩৩৬ সালের শেষে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র "সাহিত্য-সংবাদ—নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী" দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকুমারী দেবী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠ্য পুস্তকের যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা দিলাম :—

১। **গল্পস্বল্প।** (সচিত্র) ১২৯৫ সাল। পৃ. ১০০।

২। **সচিত্র বর্ণবোধ,** ১ম ও ২য় ভাগ [২০ আগস্ট ১৯০২]

৩। **বাল্যবিনোদ।** [২৭ আগস্ট ১৯০২]

৪। **আদর্শ নীতি।** [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৪]

৫। **কীর্ত্তিকলাপ।** (সংকলন) পৃ. ৮৬+৪৮+৫০

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই। ইহা খুব সম্ভব ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

৬। **প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ।** [১৫ আগস্ট ১৯১০] পৃ. ৩২

৭। **বাল্য-সুহৃদ্,** ১ম ও ২য় ভাগ। স্বর্ণকুমারী দেবী ও চন্দ্রকুমার ঘোষ।

ইহা সম্ভবতঃ ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৮। **সাহিত্য-স্রোত,** ১ম ভাগ। (সংকলন) ইং ১৯৩২। পৃ. ৩৮+৴০

৯। **বাল-বোধ ব্যাকরণ।** ইং ১৯৩২। পৃ. ১৩৮।

স্বরলিপি-পুস্তক

স্বর্ণকুমারীর রচিত গানের দুইখানি স্বরলিপি-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিকার—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। অধিকাংশ গানের সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন—গীতি-রচয়িত্রী স্বয়ং।

১। **গীতি-গুচ্ছ।** (স্বরলিপি) ১ম ভাগ। ডিসেম্বর ১৯২২। পৃ. ১২৪।

"এই গ্রন্থে জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রহ্ম সঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য ভাবের গান যাহা আছে তাহাও যৌবন-সুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম সঙ্গীত নহে অতএব এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসঙ্কোচে বালক বালিকার হাতে দেওয়া যায়।···এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব রচনা।"

২। **প্রেম-গীতি।** (স্বরলিপি) ২য় ভাগ। ? । পৃ. ৭২।

"নবপ্রকাশিত স্বরলিপিগ্রন্থে কেবল প্রেম-গীতি মালাকারে গ্রথিত হইল।"

স্বর্ণকুমারীর কতকগুলি রচনা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে :—

(১) *The Fatal Garland.* Eng. edn. by A. Christina Albers. Illustrated, pp. 168. 1910.

ইহা 'ফুলের মালা'র ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদ প্রথমে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়।

(২) *An Unfinished Song.* By Mrs. Ghosal. T. Werner Laurie, Ltd., London. Dec. 1913.

ইহা 'কাহাকে ?'র অনুবাদ।

(৩) Short Stories. মান্দ্রাজ হইতে গণেসান্ কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্ণকুমারীর 'দিব্য-কমল' জর্মান্ ভাষায় Princess Kalyani নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষাতেও তাঁহার কোন কোন রচনা অনূদিত হইয়াছে।

নারী-কল্যাণ ও স্বদেশসেবা

অন্তঃপুরের বাহিরে যে বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানেও স্বর্ণকুমারী নিরলস কর্ম্মী ছিলেন। বাণী-মন্দিরে সেবিকার কার্য্য

করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করিতেন, নারীকল্যাণ-বিষয়ক কয়েকটি কাজের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে।

'সখিসমিতি' ও 'মহিলা শিল্পমেলা'

১২৯৩ সালে তিনি 'সখিসমিতি' নামে একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদিকার কার্য্য করিতেন। 'মহিলা শিল্পমেলা'ও তাঁহারই উদ্ভাবিত। এই প্রসঙ্গে ১২৯৫ সালের 'ভারতী ও বালক' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জানা যাইবে:—

...সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়, ও তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে যত্নবতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বৎসর হইল—কলিকাতায় সখিসমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।...দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সমিতিকে ১০২৫৲ টাকা দান করিয়া ইহার যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।... অসহায় বঙ্গ বিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য।

আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন বা কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, যাঁহার কেহ নাই, বা যাঁহার অভিভাবকেরা নিতান্ত সঙ্গতিহীন, তাঁহাদের অভিভাবকদিগের সম্মতি-ক্রমে সখিসমিতি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোন কোন স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথা-বিধবা বা কুমারীগণের ভার সখিসমিতি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সখিসমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইঁহাদিগকে বেতন দান করিবে।

ইহা দ্বারা দুইটি কাজ একসঙ্গে সাধিত হইবে। অনাথা ও বিধবা বঙ্গকন্যাগণ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত পরোপকার কার্য্যে জীবন দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মুক্ত হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়ে সমিতির হিতার্থীগণ কেহ কেহ মাসিক কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিয়া থাকেন, কিন্তু সে চাঁদা হইতে এ কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে না। সেই জন্য সমিতির অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশে সমিতি হইতে সম্প্রতি মহিলা শিল্পমেলা নামে একটি মেলা হইয়া গিয়াছে। অর্থ বৃদ্ধি ভিন্ন মহিলাগণের শিল্পোন্নতি এবং পরস্পর সম্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্য গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল।

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায়, বেথুনস্কুল বাটীতে লেডী বেলী কর্তৃক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরই লেডী লান্সডাউন আগমন করেন। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই মেলায় মহিলা। মেলা উপলক্ষে বেথুনস্কুলের বাড়ীটী লতাপাতা ফুল প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটী লতা পাতা রচিত কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারি পার্শ্বে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী নানারূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল। এবং এক এক জন মহিলার উপর বা দুই তিন জনের উপর দ্রব্য বিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট গহনা, কাহারও নিকট নানা প্রকার রেশমী কাপড়, কাহারও নিকট ঢাকাই শান্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট খেলেনা, কাহারো নিকট মহিলাশিল্প ইত্যাদি।...এখানে অনেক প্রকার মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা হইয়াছিল।...মহিলাশিল্প কি কি ছিল তাহার এইখানে একটু বর্ণনা করি।

প্রথমতঃ স্ত্রীলোক নির্ম্মিত মাছ কচ্ছপ লাউ কুমড়া প্রভৃতি কতকগুলি এমন সুন্দর শিল্প ছিল যে তাহা দেখিবামাত্র স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হয়।

একজন একখানি ক্ষীরের ফুলশয্যা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষীর নির্ম্মিত আসনে ক্ষীর নির্ম্মিত বর কন্যা, ক্ষীর নির্ম্মিত সখীগণ, ক্ষীর নির্ম্মিত থালায় ফুলশয্যার নানা উপকরণ—ক্ষীরের কোন থালায় আম, কোন থালায় নেবু, কোন থালায় সন্দেশ ইত্যাদি।

একজন রমণী একখানি মাটীর গ্রাম্য ছবি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকেই এখানি কৃষ্ণনগরের মনে করিয়াছিলেন। দুখানি খড়ের ঘর। প্রাঙ্গণে রমণী ধান শুকাইতেছেন। গোয়ালে গরুটা মুখ বাড়াইয়া আছে, অদূরে একজন মাথায় কাঠ লইয়া আসিতেছে। খাঁচায় একটা পাখী, দাওয়ায় একটা বেড়াল, পাশে দোলনায় ছেলে শুইয়া আছে।

একজন রমণী পুঁতির খাট, চতুর্দ্দোলা, পালকী, কোচ, চৌকী, পাখা ইত্যাদি দিয়াছিলেন। একজন কানির ফলের ডালা, ফুলের বাগান, বাইনাচ, বাউল নাচ সব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রমণী নির্ম্মিত বড়ির ও ধান চালের সুন্দর চিক বাজু বালা হার কণ্ঠি ইত্যাদি নানারূপ গহনা ও দড়ির শিকা, রেশম, পশম, জরী ও সুতার নানারূপ দ্রব্য—কাপড়, সাল, মোজা, গলাবন্ধ, আসন, রুমাল, কাঁথা, চৌকা-ঢাকা, ফুল, ফল, পাখী, ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিস ছিল। পিঁড়ার সূক্ষ্ম আলপানার কাজ, কার্পেটের ছবি, তেলের আঁকা সুন্দর ছবি প্রভৃতি মহিলা-রচিত শিল্পেরও অভাব ছিল না। শিল্পী মহিলাদিগের মধ্যে ৭ জন মহিলার শিল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দান প্রাপ্ত শিল্পের জন্যই সখিসমিতির পুরস্কার প্রদত্ত, সুতরাং ৫ জন মাত্র এই কারণে সখিসমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নানা স্থান হইতে মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা ব্যতীত আগরা, কাশ্মীর, বোম্বাই, মোরাদাবাদ, কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতার ইংরাজ বাঙ্গালী বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে নানারূপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি এখানে আনীত হইয়াছিল।

মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতি-নাট্য বালিকাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইখানে একটি কথা, কেহ কেহ সখিসমিতিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সখী ব্রাহ্ম ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু হিন্দু সখীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ নাই—দেশের সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং করিয়াছেন।…

সকলেই অবগত আছেন—সখিসমিতি একটি বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনী নহে—একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ সম্মিলনী। ইহার উদ্দেশ্যই মেলা মেশা, গল্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করা।

বাস্তবিক নির্দোষ আমোদ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের এত প্রবল যে উপযুক্ত উপায়ে যদি সেই আমোদ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা যেমন যথার্থ শিক্ষা হয় হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। এবং যেখানে মনের উদ্দেশ্য থাকে গল্প করিয়া শিক্ষা করিব—এবং শিক্ষা দিব—সেখানে গল্পেই এই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে। সুতরাং কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, কিরূপে অনাথাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে—এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করা ব্যতীত সখিসমিতিতে গান, গল্পস্বল্প হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অবিশুদ্ধ আমোদের ঘুণাক্ষর এখানে নাই। (পৃ. ৫৩১-৩৪)

১২৯৮ সালের 'ভারতী ও বালকে' সখিসমিতির উদ্দেশ্য ও নূতন নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।* এই সংখ্যায় মুদ্রিত "সখিসমিতি ও শিল্প মেলার কর্ত্রীসভার সখিগণ"-এর তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

* এই প্রসঙ্গে ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "সাত বৎসরে সখিসমিতি" প্রবন্ধ পঠিতব্য।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ,	(Mrs. M. Ghose.)
„ বরদাসুন্দরী ঘোষ,	„ L. Ghose.
„ ললিতা রায়	„ P. L. Roy.
„ মনোমোহিনী দত্ত	„ R. C. Dutt.
„ সৌদামিনী গুপ্তা	„ B. L. Gupta.
„ থাকমণি মল্লিক	„ O. C Mullick.
„ সরলা রায়	„ P. K. Ray
„ প্রসন্নতারা গুপ্তা	„ K. G. Gupta.
„ হিরণ্ময়ী দেবী	„ P. Mukerji.
„ সৌদামিনী দেবী	„ S. P. Ganguli.
„ বসন্তকুমারী দাস	„ G. N. Dass.
„ চন্দ্রমুখী বসু	Miss C. M. Bose.
„ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	Mrs. N. N. Dutt.
„ মৃণালিনী দেবী	„ R. Tagore.
„ বিধুমুখী রায়	„ R. N. Ray
„ প্রসন্নময়ী দেবী	„ Bagchi.
„ সুরবালা দেবী	„ T. N. Mukharji.
„ স্বর্ণকুমারী দেবী	„ J. Ghosal.
সম্পাদিকা।	

এই নারীকল্যাণ-কার্য্যে স্বর্ণকুমারীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা—হিরণ্ময়ী দেবী। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী লিখিয়াছেন :—

থিয়সফির তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা বসিত। নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অল্কট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলাদের উপদেশ দিতেন। মাদাম ব্লাভাটস্কির

দলভঙ্গের পর থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার যখন মান্দ্য পড়িয়া গেল 'সখিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে দীক্ষিত হওয়ার সূত্রে যাহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইল। নামকরণ রবীন্দ্রনাথ-কৃত। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেবী এ সব কাজে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।—'ভারতী', ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৩৭৪।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, ১৮৮২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী 'লেডীস্ থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম, বালীগঞ্জ

কালক্রমে সখিসমিতির আয়ু ফুরাইয়া আসিলে, উহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত আকারে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে (২৯ আষাঢ় ১৩৩২) হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা যাহা লেখেন, তাহা হইতে এই বিধবা-শিল্পাশ্রম সম্বন্ধীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

উপর্য্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগে হিরণ্ময়ীর সন্তানবাৎসল্য-বুভুক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাখিয়া পালনের জন্য উন্মুখ হইল। বরাহ-নগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত ম্রিয়মাণ

সখিসমিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উহা বর্ত্তমান বিধবাশিল্পাশ্রমে পর্য্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের অনতি পূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মূল সখিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজাত এই বিধবাশিল্পাশ্রম, হিরণ্ময়ী দেবীর নিজস্ব কীর্ত্তি।...এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে—কমিটির প্রেসিডেণ্ট পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।...তাঁর [হিরণ্ময়ীর] দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম।—'ভারতী', ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৭১৪-১৫।

স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিধবাশিল্পাশ্রমের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালন করেন—সখী-শিল্প-সমিতি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী এই সমিতিকে তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই জানকীনাথ আমরণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বর্ণকুমারীও স্বামীর শিক্ষায় রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হইলে স্বর্ণকুমারী এই অধিবেশনে "প্রতিনিধি"-রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আর কোন মহিলা প্রতিনিধি-রূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই।

সাহিত্য-সেবার পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেত্রী

১৩৩৬ সালের ১৯-২১এ মাঘ কলিকাতায় ১৯শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনের এই অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারায়, তৎপদে স্বর্ণকুমারী দেবী সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভানেত্রীর পদলাভের সৌভাগ্য আর কোন মহিলার ঘটে নাই। তবে ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২ তারিখে সিউড়িতে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার কন্যা সরলা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক'

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রেষ্ঠ লেখিকা-রূপে তাঁহাকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' দান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার সমাদর করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম এই পদক লাভ করেন।

মৃত্যু

স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। ৩ জুলাই ১৯৩২ (১৯ আষাঢ় ১৩৩৯) তারিখে বালীগঞ্জের বাসভবনে তাঁহার জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর দান

রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে বাংলা দেশে যে সকল স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক অদ্যাপি ম্লান হইয়া আছে, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন অন্তরালে গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, অতঃপর বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ্কেরা স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনীটি বাংলা দেশের বর্ত্তমান সাহিত্য-রসিক-সমাজে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-কীর্ত্তির কিছু পরিচয় বহন করিবে।

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠেই দেশের নারী-সমাজের পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে। প্রথম হইলেও তাহা অস্ফুট কলগানমাত্র নয়। গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কৌতুক-নাট্য, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ (সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক) —সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল। উৎকর্ষের দিক্ দিয়াও তাহা যে গণনার অযোগ্য নয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইবে। এইগুলি অপঠিত আছে বলিয়াই স্বর্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাদৃশ বিখ্যাত হন নাই—যদিচ সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী নামে অভিহিত করিয়া দেশের লোক এবং জগত্তারিণী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সম্মানের মূলে তাঁহার প্রতিভার প্রতি খাতির ততখানি নাই—যতখানি বঙ্গীয় নারীসমাজে তিনিই প্রথম বলিয়া আছে। আমরা তাঁহার রচনার কালানুক্রমিক তালিকা মাত্র দিয়াছি, এগুলি সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই অনুভব করিবেন, স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শিল্পীও সামান্যা নহেন। 'ভারতী'র

সম্পাদিকা হিসাবে তাহার প্রতিষ্ঠার কথা আজ আমরা ভুলিয়া গেলেও তিনি যে ঐ কার্য্য করিয়া বাংলা দেশের নারীদের অক্ষমতার অপবাদ ঘুচাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বদেশ-প্রেমই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনার উৎস। তাহার প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণে'র "উপহার"-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

আর্য্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল।

এই স্বদেশ-প্রেম তাহার প্রায় সকল রচনাতেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে নানা বিষয়ে দিদি স্বর্ণকুমারীকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। স্বর্ণকুমারীর কবিতা অতিশয় মধুর। তাহার গদ্যের ভাষাও চমৎকার। একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি—

পুরী মরু-রাজ্য; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বালি,—আশে বালি, পাশে বালি, খাদ্যে বালি, বিছানায় বালি, রৌদ্রে বালি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—বৃষ্টিতে ইহার ক্ষয় নাই, আর্দ্রতার চিহ্নমাত্র নাই, ইহা অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ অনবরত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বালু-তার আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু বালির এক কণা নাশ করিতে পারেন নাই।

ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি খাঁটি বাংলা বুলির প্রয়োগকুশল শিল্পী ছিলেন। তাহার পরিচয় "কৌতুক-নাট্য"গুলিতে আছে। "লজ্জাশীলা" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

সিদ্ধেশ্বরী। কামিনী যে! এতক্ষণে কি আস্‌তে হয়? বোনঝির গায়ে-হলুদ সব কর্‌বি কর্ম্মাবি, না একেবারে বেলা পুইয়ে এলি!

নিধিমণি। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার রং ফলিয়ে তুল্‌বো লো ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস নে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস সেই ভাল। চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে,
দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনি তোর কি মিষ্টি গলা ভাই! আমার সারাদিন শুনতে ইচ্ছা করে।

নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙ্গিন্ ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস্। হুটিয়ে না লাটিয়ে বলে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এই সব জুটিয়ে জাটিয়ে আনেন। যাহ'ক কার কথা তখন বলছিলি? বল্ না? লাজলজ্জার মাথা কে খেয়েছে?

নিধু। এই বোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল।

কামিনী। কেন তার কি হয়েছে কি?

সিধু। হবে আর কি! যতদূর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে গাউন পরে এসেছে। মাগো আমরা ত সাতজন্মে পারি নে! দেখে অবধি গা কস্‌কস্ করছে, তাই সে ঘর থেকে উঠে এসেছি। (ঘাড় বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ ভঙ্গী করিয়া ঘৃণা প্রকাশ)

নিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্টে গেল!

কামিনী। সত্যি নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে! ওমা কোথায় যাব মা!

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা—

কামিনী। গায়ে জামা——তা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদিকিচ্ছি মোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায় ঘেন্নায় একেবারে মরে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন।

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! নিমন্ত্রণবাড়ীতে এসেছ নীলাম্বরী পর, নেট পব, পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবাব দেখবি চল না। (পৃ. ১-৩)

স্বর্ণকুমারী দেবী স্বয়ং তাঁহার বাণীসাধনার কথা একটি গানে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

উপহার।

ইমন ভূপালী—একতালা

ওগো কমল আসনা—বঙ্গিনী বীণাপাণি।
আমি কাহাকেও আর জানি না ভারতি
তোমারেই শুধু জানি!

ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া, জীবন ধন্য মানি।

আমি জানি না ত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাস হীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ লভি গো চরণে দানি।

আমি, না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি চাহি না সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী।

('গীতি-গুচ্ছ')

তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনায় তাঁহার কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি ভারতীর প্রসাদ ও অমৃতবাণী লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের সকল বিভাগ লইয়া আলোচনা করিতে গেলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংলা দেশের কোনও নারীর সাহিত্য-কীর্ত্তি এত বিরাট্ নয়, তিনি শুধু অগ্রণী নন, শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য দিনে দিনেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৹, কেবল * চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ।৹

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌর-মোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (যন্ত্রস্থ)।